মেহেরপুরে নানা আয়োজনে জেল হত্যা দিবস পালিত

মেহেরপুরে জাতীয় ৪ নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নানা আয়োজনে জেল হত্যা দিবস পালিত হয়েছে।

দিবসটি পালন উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (৩ নভেম্বর) সকালে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বাড়ির সামনে জাতীয়, দলীয় ও কালো পতাকা উত্তোলন করেন নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, সাধারণ সম্পাদক ও বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিনসহ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ জাতীয় দলীয় ও কালো পতাকা উত্তোলন করেন। পরে জাতীয় ৪ নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ, পৌর আওয়ামী লীগ, জেলা যুবলীগ, যুব মহিলা লীগ, কলেজ ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাসেম, সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফন নেছা লতা, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহজামান, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী, পৌর কাউন্সিলর রোকসানা কামাল।

[redacted]

“[redacted], [redacted], [redacted]” [redacted] [redacted] [redacted]

চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুদ আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

চুয়াডাঙ্গা জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে আর এই আগ্রযাএার প্রধান কান্ডি এই যুব সমাজ। যুব সমাজ একটি দেশের প্রাণশক্তি। তরুণরাই দেশকে উন্নত অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। মাদক ও জঙ্গিবাদ যেন যুবসমাজকে বিপথগামী না সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

তিনি আরও বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন ট্রেডে যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়। সময়ের সঙ্গে প্রশিক্ষণে প্রোগ্রামিং ও ফ্রিল্যান্সিংয়ের মতো আধুনিক বিষয় যুক্ত হয়েছে।

জাতীয় যুব দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মোছাব্বেরুর জামান, চুয়াডাঙ্গা এনএসআই ডিডি জামিল সিদ্দিক, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর শেখ সাদাত হোসেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন সহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় যুব দিবসের প্রধান অতিথি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বিভিন্ন ট্রেডের ছাএ-ছাএীদের মাঝে যুব ঋণের চেক বিতরণ করেন।

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মাত্র ৯০ রান করে আউট হয়ে যায়।

১৫ নভেম্বর থেকে অফিস ৯-৪টা

আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে অফিস সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে। সোমবার (৩১ অক্টোবর) মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে সরকারি অফিস সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে।

এ ছাড়া ২০২৩ সালে সরকারি ছুটি ২২ দিন বলে জানিয়েছেন আনোয়ারুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আগামী বছর সাধারণ ও নির্বাহী আদেশ মিলিয়ে ২২ দিন সরকারি ছুটি থাকবে। এর মধ্যে ৮ দিন পড়েছে শুক্র এবং শনিবার।

তিনি বলেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছুটির এ তালিকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ১ হাজার ২০ রোগী

গত এক দিনে দেশে এক হাজার ২০ জন ডেঙ্গি রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডেঙ্গি রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ৬৩০ জনে।

এ সময়ে সারাদেশে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে আরও ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ

নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গিতে ১৩৬ জন মারা গেছেন।

রোববার সারাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের নিয়মিত ডেঙ্গিবিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে নতুন ভর্তি হওয়াদের মধ্যে ৬১৮ জন ঢাকার বাসিন্দা। ঢাকার বাইরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪০২ জন। বর্তমানে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন ২ হাজার ৩৫০ জন। আর ঢাকার বাইরের হাসপাতালগুলোতে ভর্তি আছেন এক হাজার ২৮০ জন।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের একজন প্রভাবশালী নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, প্রশাসনের দু একজন কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেলস প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

মেহেরপুর প্রতিদিনের এ পর্বের অনুসন্ধানে থাকছে আরো এক মাস্টার এজেন্ট পলাশের আদ্যপান্ত।

নিয়োগ দালালি করে বহু মানুষের কাছে থেকে নেওয়া অর্ধকোটি টাকা ঋণগ্রস্থ হয়ে পালিয়ে বেড়ানো ধান্দাবাজ নামে পরিচিত পলাশ এখন নিজেই কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। শোধ করেছেন বিভিন্ন জনের পাওনা টাকাও। দুটি ইটভাটায় অর্ধকোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করে পার্টনার হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের কোর্ট সড়কে কোটি টাকা বিনিয়োগ করে থাই ও গ্লাসের দোকান দিয়েছেন। এলাকাতে কিছু জমিও

কিনেছেন। আর এসব কিছুই হয়েছে অবৈধ অনলাইন জুয়ার বদৌলতে।

পলাশ মেহেরপুর সদর উপজেলার টুঙ্গী গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে। ২০২০ সালের করোনা মহামারির সময়ে যখন অনলাইন জুয়া ছড়িয়ে পড়ে পলাশও তখন অনলাইন জুয়ায় নিজেকে জড়ান। অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে গড়ে তোলেন নিজের একটি বলয়। নিজের স্বার্থে এমন কোন কাজ নেই যা পলাশ করতে পারেন না। সাংবাদিক ও পুলিশ ম্যানেজের নামে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত নিকট থেকে চাঁদা তুলে তা আত্মসাৎ করাতেও পটু এই পলাশ। এছাড়া অনলাইন জুয়ার চ্যানেল বিক্রির নামেও বিভিন্ন জনের কাছে থেকে নিয়েছেন মোটা অংকের টাকা। পলাশ মেহেরপুর পুলিশের সাইবার নিরাপত্তা বিভাগের দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার আসামিও। মামলার আসামি হলেও এলাকায় সে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান ও তার স্বীকারোক্তিতে এসব তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন চাকরির জন্য এলাকায় ছেলেদের নিয়োগ দেওয়ার নাম করে বহু মানুষের সাথে টাকা নেন পলাশ। চাকরি দেওয়া তো দুরের কথা টাকাও ফেরত দিতে পারেন না। পরবর্তিতে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পেয়ে দ্রুত তার দিন বদলাতে থাকে। বনে যান অনলাইন জুয়ার ওয়ান এক্স বেটের অন্যতম মাস্টার এজেন্ট। তার এজেন্ট চ্যানেল চালানোর জন্য নিয়োগ দেন সাদ্দাম, আসিফ, আশিক, ইজারুলের ছেলে সুমন ও কটার ছেলে সবুজসহ বেশ কয়েকজন যুবককে। প্রত্যেককে মোটা অংকের বেতন দিয়ে থাকেন এসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা জন্য।

সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার জন্য ওয়ান এক্স বেটের কান্ট্রি ডিরেক্টর যার ছদ্ম নাম টম। তার নির্দেশে পলাশকে সাড়ে ৮ লাখ টাকা দেওয়া হয় সাংবাদিকদের ম্যানেজ করতে। সেখান থেকে পলাশ এক সাংবাদিককে ৭লাখ দিয়ে বাকিটা আত্মসাতের জন্য নিজে রেখেছিলেন। পরে টমের নির্দেশে জামিনের জন্য মাহফুজুর রহমান নবাবের বাবাকে দিয়েছিলেন এক লাখ টাকা। বাকি ৫০ হাজার সে আত্মসাৎ করেছে। এছাড়াও সে পুলিশকে ম্যানেজ করার জন্য ঢাকার কোন এক ঢাকার কোন অভিযাত ব্যবসায়ীকেও ১০ লাখ টাকা দিয়েছিলেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। আরো এক মাস্টার এজেন্ট গাড়াডোব গ্রামের আনোয়ার হোসাইনের কাছে থেকেও পলাশ পুলিশ ও সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার কথা বলে ৩ লাখ টাকা নিয়েছেন বলে অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিম সম্প্রতি টুঙ্গীতে পলাশের

খোঁজ খবর নিতে গিয়ে পলাশের বাড়ির পাশের একটি মাঁচাতে স্থানীয়দের সাথে গল্প মাতে টিমটি। এসময় আকষ্মিকভাবে পলাশ সেখানে হাজির হয়ে নিরালায় কথা বলার প্রস্তাব দেয় আমাদের অনুসন্ধানি টিমকে। গ্রামের একটি চায়ের দোকানের পাশে দাড়িয়ে কথা হয় পলাশের সাথে।

এসময় পলাশকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রথমে সব কিছু অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করে বলেন, নিয়োগ বাণিজ্য করার সময় প্রায় অর্ধকোটি টাকা ঋণগ্রস্থ হয়ে যায়। পরে ওয়ান এক্স বেটের একটি চ্যানেল নিয়ে প্রায় কোটি খানেক টাকা আয় করেছি। সব দেনার টাকা শোধ করেছি। দুটি ইটভাটাতে বিনিয়োগ করলেও তিনি একটি ইটভাটায় ১৩ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন বলে স্বীকার করেন। শহরের কোর্ট সড়কে প্রায় কোটি টাকা বিনিয়োগ করে নাবিলা এন্টারপ্রাইজ নামে গ্লাস ও থাইয়ের দোকান দিলেও তিনি স্বীকার করেছেন সেখানে ২৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এছাড়া তার হাতে নগৎ কিছু অর্থ আছে।

তার সাথে যখন মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিম কথা বলছিলেন তখন এলাকার বেশকিছু তরুণ ছেলে সেখানে জড়ো হয়। পরে জানা যায় তারা সকলেই পলাশের লোকজন।

পরে বিভিন্নভাবে পলাশের সাথে কথা বলে জানা গেছে, অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট কোমরপুরের মাদার আলী ও স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতা মিলে অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের কাছে থেকে ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকা উঠিয়েছিলেন শুধুমাত্র পুলিশকে ম্যানেজ করার জন্য যাতে পুলিশ তাদের গ্রেফতার না করে।

জানা গেছে, তারা পুলিশকে পুলিশ ম্যানেজ করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে পুলিশ ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ ভাঙতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে এবং প্রায় ডজন খানেক এজেন্টকে গ্রেফতার করেছে। পলাশও এজেন্ট হিসেবে ওই চাঁদার ভাগ হিসেবে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তবে ওই টাকা কে আত্মসাৎ করেছে তারা কেউ জানে না।

আরো জানা গেছে, তারপরপরই মেহেরপুর শহরের এক সাংবাদিকের চাপে পড়ে তার বাড়িতে প্রথম দফায় ৬লাখ ৮০ হাজার এবং পরে আরো ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন যাতে কোন সাংবাদিক নিউজ না করে। টাকা দেওয়ার সময় ওই সাংবাদিকের বাড়িতে পলাশও গিয়েছিলেন। তবে ওই সাংবাদিকের দাবি ছিলো ২০ লাখ টাকা। টাকা কম হওয়াতে প্রথমে ওই সাংবাদিক ক্ষোভ প্রকাশ করে টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানালেও পরে তা গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে।

একজন জুয়াড়ি মোবাইল নম্বর, ইমেইলের মাধ্যমে এই বেটিং সাইট ওপেন করেন। অ্যাকাউন্টের বিপরীতে একটি ই-ওয়ালেট তৈরি হয় যাকে জুয়াড়িরা ইউএসডিটি বলে। শুরুতে এর ব্যালান্স শূন্য থাকে। ওয়ালেটে ব্যালান্স যোগ করার জন্য অনেক মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এবং ট্রাস্ট এজিয়াটা অন্যতম।

এগুলোর যেকোনো একটি বেছে নিলে সেখানে একটি এজেন্ট নাম্বার দেখায় যেখানে ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ই-ওয়ালেট বা ইউএসডিটি ব্যালান্স যুক্ত হয়ে যায়। এ টাকা অথবা ব্যালান্স দিয়ে তিনি পরবর্তীতে জুয়া খেলতে পারেন। প্রতিটি এজেন্ট আগে ৬শতাংশ কমিশন পেতেন। এখন চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাওয়ায় এজেন্ট ধরে রাখতে তারা ৯ শতাংশ কমিশন পায়।

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। অনুসন্ধানে অনলাইন জুয়ার নানা চমকপ্রদ তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনে আসছে। ধারাবাহিকভাবে তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। (চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সব খবর

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক দিবস পালিত

শিক্ষকের হাত ধরেই শিক্ষা ব্যবস্থার রুপান্তর শুরু’ এই প্রতিপাদ্য কে নিয়েই আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষক দিবস পালন করা হয়েছে।

দিবসটি পালন উপলক্ষে সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ চত্বর থেকে একটি র্যালি বাহির হয়ে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার হাসান চত্বর থেকে কবরী রোড হয়ে আবার কলেজে এসে র্যালিটি শেষ হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান এঁর নেতৃত্বে র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর রেজাউল করিম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ সফিকুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃআজিজুর রহমান,চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকসহ সহকারী শিক্ষক বৃন্দ উক্ত র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড আর শিক্ষকরা হচ্ছেন জাতি গড়ার কারিগর। শিক্ষকরা আদর্শ মানুষ এবং সমৃদ্ধ জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এ সময় তারা আরও বলেন যেহতু শিক্ষক জাতি গঠনের কারিগর তাই সকল শিক্ষক কে নৈতিক চর্চা ও মানবিক কাজ বেশি অবদান রাখতে হবে এবং সকল শিক্ষার্থী যেন শুশিক্ষাই শিক্ষিত হতে পারে সেদিন বিশেষ ভালে লক্ষ রাখতে হবে।

মেহেরপুরে শিক্ষক দিবসে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে জাতীয় শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।

দিবসটি উপলক্ষে মেহেরপুর সরকারি কলেজ কনফারেন্স রুমে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার।

শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা করেন বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারী কলেজের উপাধ্যাক্ষ প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন, সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক কাবিল উদ্দীন, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক রফিকুল আলম বকুল, আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান, আশরাফপুর দারুল সুন্নাত মাদ্রাসার শিক্ষক বরকতুল্লাহ, শালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নুরুল ইসলামসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, সুপার ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থাপনায় ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু ও বিএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আতিয়া খন্দকার।